OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 942 - 944
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 942 - 944
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যে মহামারি : সেকাল ও একাল

পৃথা সামন্ত
Email ID : samantapritha06@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
COVID-19, pandemic, literature, novel, short stories, essays, unemployment, isolation.

Abstract
A walk through the history tells us that nearly after every century there have been evidences of epidemics and pandemics across the world and how it affected the lives of people, health, economy, education and the overall social system. COVID-19 pandemic like other pandemics has been reflected through the literature also. This paper focuses on the effects of COVID-19 pandemic on literature. It will try to analyse the literature in the phase of COVID-19 with special references to the bengali short stories, drama and also try to compare with some other literary works on various pandemics. The major literary works are taken as examples are 'The Plague' by Albert Camus, 'Love in the time of Cholera' by Gabriel García Márquez, 'A journal of the Plague year' by Daniel Defoe, 'The Masque of the Red Death' by Edger Allan Poe.

There has been clear efforts in writings to bring out the misery caused by the pandemic and how it affected people and their livelihoods. Classic and contemporary writings not only provide an insight, but it also allows a fair portrait of the losses and people's efforts to move forward.

Discussion

সম্প্রতি সমগ্র বিশ্ব এক মহামারি থেকে ধীরে ধীরে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়কাল সমগ্র বিশ্বের কাছে যেন বিভীষিকাময়। ত্রাস হয়ে আবির্ভূত হল কোভিড-১৯। যদিও ২০১৯ সালের নভেম্বর মাস থেকেই চিন দেশের উহান শহরে তার প্রথম আবির্ভাব, তবুও ক্রমেই সেই সূক্ষ্ম ভাইরাস অনায়াসেই সদর্পে বিচরণ করতে শুরু করল বিশ্বের সকল প্রান্তে। অবরুদ্ধ জীবন, যেন স্তব্ধ সময়ের কাছে মানুষ তখন বড়ই অসহায়। এই ভাইরাস অতি সহজেই শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুস করে ক্ষতিগ্রস্ত, তারপর ক্রমেই শারীরিক বিবিধ জটিলতার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণ সংশয় ঘটায়। চিকিৎসা, গবেষণার মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রতিষেধক অল্প কিছুদিনের মধ্যে এলেও করোনাকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা যায় নি। তবে যত সময় গেছে, অন্যান্য ভাইরাসের মতো এই ভাইরাসেরও প্রাবল্য কমেছে, ক্রমেই তা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু করোনার প্রভাব শুধু মানব শরীরে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় সমাজ। করোনা মহামারির সময়কালও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যতটে করোনা মহামারির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ফলে এই সময়কালীন মানব জীবনের জটিলতা, সর্বোপরি সামাজিক

চিত্র ধরা দিয়েছে বিভিন্নভাবে। এই সময়ের লেখা বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ সবই রচনার সময়কাল ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। এই প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈরাশ্য, একাকীত্ব, বেকারত্ব, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার ভয়াল রূপ। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা, যার প্রভাব এখনও রয়ে গেছে। বহু মানুষের কর্মহীনতা, বেকারত্ব, পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা এই সময়ের অন্যতম গুরুতর সমস্যা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমীর গোস্বামীর 'সব্জিওয়ালার ছেলে' ছোটগল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অরূপের লকডাউনের শুরুতেই চাকরী চলে যায়। আর চাকরী পাওয়ার আশা না দেখে, চারজনের সংসারে একাকী রোজগেরে অরূপ কোনও উপায়ান্তর না পেয়ে স্থির করে সে সব্জি বিক্রি করে সংসার চালাবে। প্রবল টানাটানির সংসারে তার স্ত্রী ছন্দাও তাদের এই অবস্থাকে সামাজিক অবস্থানের পতন বলেই মনে করে। এরই মধ্যে তার বৃদ্ধা মা মারা গেলে ভারাক্রান্ত অরূপ স্ত্রী ছন্দাকে বলে ওঠে –

"জানো, মা-কে আর সব্জিওয়ালা ছেলেকে দেখে যেতে হল না।"[১]

এখানে ইগোকেই বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন অরূপের এই উক্তির মাধ্যমে। এই সময়ে শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে, দেখা দেয় বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সমস্যা। গুলরাজ রোশন রহমানের এই সময়ের একটি অন্যতম প্রবন্ধ 'India's Covid crisis high cost of living, higher cost of dying, abd low cost of saving' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন -

> "One of the most visible effects of the pandemic in India both it's first and the second waves has been economic slowdown, ... but Alas, India is still way behind in satisfactorily managing the pandemic."[২]

মহামারির এই সময়ের আর্থিক দুরাবস্থা নিয়ে বাংলাদেশেও বেশ কিছু ছোটগল্প রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মাহফুজ রিপনের লেখা 'লাল মাস্কের আড়ালে'। করোনার সময়ে সামাজিক দূরত্ববিধি নিয়ে প্রশাসন থেকে সর্বত্রই কড়াকড়ি করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল মাস্ক পরার অপরিহার্যতা। এক দরিদ্র দম্পতি তাদের শিশু সন্তানের জন্য নিউমোনিয়ার ওষুধ কিনতে বেরিয়ে তাদের বাধ্য হয়েই মাস্ক কিনতে হয়। দরিদ্র পরিবারের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের পরিবর্তে ত্রিশ টাকা দিয়ে মাস্ক কিনে ফেরা এখানে পরিস্থিতির কাছে দারিদ্র্যের নতি স্বীকারের মর্মন্তুদ চিত্র বর্ণিত।

করোনা মহামারি সমগ্র মানবসমাজেই সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ দৃশ্যের খসড়া' সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়েই রচিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানব বিলাসবহুল বহুতলের ঊনচল্লিশ তলার বাসিন্দা। সে মানবীর থেকে প্রথম করোনা ভাইরাসের কথা জানতে পারে। মানবী জানায় –

"সারা পৃথিবী তছনছ করছে এই ভাইরাস, লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মধ্যে মৃত্যুর কবলে।"[৩]

করোনার লকডাউনে তাঁর মনে মনে হয় –

"সারা পৃথিবীটা যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে।"[৪]

মানবের এই ধারণা সত্যিই তো অমূলক নয়, এই সূক্ষ্ম ভাইরাস এক লহমায় সবকিছুই পাল্টে দিয়েছিল। উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলকেই কমবেশী প্রভাবিত করেছিল। কেউ হারিয়েছেন স্বজন, কেউ চাকরী অথবা কেউ বঞ্চিত হয়েছেন মানসিক সুস্থতা থেকে। শুধু তাই নয়, অনলাইন শিক্ষা পরিষেবা থেকে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হওয়ার তারাও হারিয়েছে শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। যাঁরা এতদিন ভাবতেন অর্থ থাকলেই, বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি থাকলেই হয়ত জীবনের যাবতীয় সুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক প্রশান্তিও অনুভব করা যায়। কিন্তু এই মহামারি মানবের মতো আমাদেরও দেখিয়েছে সামাজিক হয়ে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলেই আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। মানবের মানবসভ্যতা সম্পর্কে এই উপলব্ধি যেন আমাদেরও পর্যবেক্ষণ। এই গল্পে লকডাউন, করোনা প্রতিরোধ ও নিরাময়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ, মানুষের সামগ্রিক

জীবনযাত্রা সবই সুন্দর বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত অপর এক মহামারি কেন্দ্রিক অ্যালবার্ট ক্যামুর 'The Plague' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানেও প্লেগের প্রকোপ এবং তার প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। ওয়ান শহরে প্লেগের প্রকোপ এবং ক্রমে তার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া, তীব্র জনরোষ, প্রশাসনের নিষ্ঠুর পদক্ষেপ প্রভৃতি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় –

> "The local press, so lavish, of news about the rats, now had nothing to say. For rats died in the street; men in their homes. And newspaper are concerned only with street. Meanwhile, government and municipal officials were putting their heads together."[৫]

প্লেগ নিয়ে Daniel Defoe রচিত 'A journal of the Plague Year', Edger Allan Poe রচিত 'The Masque of the Red Death' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করোনা মহামারি থেকে কেবল মানসিক স্বাস্থ্যের বা আর্থিক বিপর্যয় নয়, বিভিন্ন কুসংস্কারেরও জন্ম হয়েছিল। সায়ন্তনী পূততুন্ডের লেখা 'কোভিড সমাচার বাই কমলি'-তে কমলি নাম্নী বিড়াল যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বিড়ালকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। করোনা ভাইরাসের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কারবোধেরও জন্ম হয়েছিল। আনন্দ গোপাল গরাই-এর 'অদৃশ্য শত্রু নাটকে একদিকে এই সংস্কারবোধ অপরদিকে মানুষের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হওয়া প্রকাশ পেয়েছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহামারির আগমন ঘটেছে এবং তার প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যেও পড়েছে। যে দুটি ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী মহামারির সাক্ষী বিশ্ব থেকেছে তা হল কলেরা ও প্লেগ। এ প্রসঙ্গে দুটি কালজয়ী উপন্যাস গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'Love in the time of Cholera' এবং অ্যালবার্ট ক্যামুর 'The Plague'। সম্প্রতি যে মহামারি থেকে সম্প্রতি বিশ্ব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজী সাহিত্যেও পড়েছে। ইন্দো কানাডিয়ান সাহিত্যিক স্টিফেন গিলের 'Mask' গল্পে একজন কানাডিয়ান ভদ্রলোকের মাস্ক সম্পর্কে কৌতুহল নিয়ে গল্পের সূচনা, পরবর্তীতে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধু আজিজের মাস্কের পরিবর্তে রূমালের মাধ্যমে ভাইরাস প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত দ্বারা গল্পের সমাপ্তি। কাহিনীর আবর্তনে গল্পে উঠে এসেছে বিভিন্ন বিষয়। যেমন, ভারত ও পাকিস্তানের ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনগত প্রসঙ্গ, করোনার সময়ে চিন ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ইত্যাদি। যে কোন মহামারির মত করোনার প্রভাবও সমাজ ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবেই পড়েছিল। অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবেই এই সময়ের রচিত সাহিত্যে সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

Reference:

১. গোস্বামী, সমীর, 'সব্জিওয়ালার ছেলে', আজকাল শারদ ১৪২৮, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৬০

২. Rahman, Roshan Gulrez, 'India's Covid Crisis High Cost of living, Higher Cost of dying and low cost, CORONA PANDEMIC CRISIS AND POST COVID-19 SCENARIO Edited by NDR Chandra, AUTHOR'S PRESS, NEW DELHI, Page. 26

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'শেষ দৃশ্যের খসড়া' উশ্রী ২০২১, সুরসপ্তক, গিরিডি, পৃ. ৩৪

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'শেষ দৃশ্যের খসড়া' উশ্রী ২০২১, সুরসপ্তক, গিরিডি, পৃ. ৩৭

৫. Camus Albert, 'The Plague', Translated from the french by Stuart Gilbert, Delhi: Penguin Books, 2010